যুগান্তর

তারিখ 15 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

গলাকাটা ফি আদায়কারী স্কুল ও মাদ্রাসার তালিকা হচ্ছে

সর্বোচ্চ শাস্তি স্বীকৃতি বাতিল

যুগান্তর রিপোর্ট

গলাকাটা ফি আদায়কারী স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোর তালিকা হচ্ছে। ঢাকা শহরের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কয়েকটি টিম ও ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা করছে উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা। মাউশির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বুধবার বিকালে একথা জানান। তিনি বলেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলো সর্বোচ্চ ৭৬০ টাকা এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু তাদের কাছে ভূরি ভূরি অভিযোগ এসেছে যে, বেশকিছু প্রতিষ্ঠান অসহনীয় মাত্রায় বেতন-ফিসহ এককালীন অর্থ আদায় করছে। তিনি জানান, চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকে শোকজ, এমপিও স্থগিত এমনকি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশে বর্তমানে ২০ হাজারেরও বেশি বেসরকারি বিদ্যালয়সহ সাড়ে ৩ শতাধিক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব তালিকা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

তালিকা : স্কুল-মাদ্রাসার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে শহরাঞ্চলের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে গলাকাটা ফি আদায় করার ঘটনা পুরনো। কিন্তু এ বছর অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গই নয়, লাগামহীন হয়ে পড়েছে ঘটনাটি। বুধবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের একাধিক অভিভাবক যুগান্তরে ফোন করে অভিযোগ করেন, বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিতে ২০ থেকে ২৮ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। এ সময় অভিভাবকরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। একইভাবে খিলগাঁও থানার মেরাদিয়াহাটের ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুলেও নতুন ভর্তিতে ১৯ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লাগামহীন অর্থ আদায়ের ব্যাপারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুই ধরনের যুক্তি দেখিয়ে থাকে। এমপিওভুক্ত (সরকারি অর্থ গ্রহণ) বিদ্যালয়গুলো বলছে— শিক্ষকদের তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন, যা সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকরা সরকার থেকেই পেয়ে থাকে। এ কারণে তাদের বাড়তি অর্থ আদায় করতে হয়। এছাড়া বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন ব্যয় রয়েছে। আর নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, তারা সরকারি নির্দেশনা মানতে বাধ্য নয়।

এ বিষয়ে মাউশির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুতেই ৫ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। আর নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান দেশের সব আইন মানতে বাধ্য। কোন স্বেচ্ছাচারিতা মানা হবে না।

রোববার যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সমাজের দানশীল ও শিক্ষানুরাগীদের সহায়তায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে তারা অমর হয়ে আছেন। শিক্ষায় সবাই অবদান রাখুক আমরা চাই। কিন্তু তা করতে হবে আইন মেনে। শিক্ষা নিয়ে কোন ধরনের বাণিজ্য সহ্য করা হবে না।

প্রসঙ্গত তথাকথিত নামকরা স্কুলগুলোতে বছরের শুরুতে দু'ধরনের ভর্তি কার্যক্রম হয়ে থাকে। এক. নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রমোশনের ভর্তি (এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ)। দুই. নতুন ভর্তি। এ দুই ভর্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয় নতুন ভর্তিতে। এক্ষেত্রে স্কুলগুলো উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, দালান ফি, আসবাবপত্র ও বিদ্যুৎ, ক্রীড়া, কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি, ম্যাগাজিন এবং পরীক্ষা ফি ও বেতনসহ নানা নামে আদায় করা হচ্ছে ছাত্রপ্রতি হাজার হাজার টাকা। এ ভর্তিতে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা লাগামহীন বাণিজ্যও করে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত উদয়ন বিদ্যালয়ের ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে, লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে সেখানে ভর্তি কার্যক্রম হচ্ছে। আর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বয়সের ধুয়া তুলে বাদ দেয়া হচ্ছে। প্রমোশনের ভর্তির ক্ষেত্রে খুবই কম সময় দিয়ে আদায় করা হয় হাজার হাজার টাকা। আইডিয়াল স্কুলে ১২ জানুয়ারি বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। আর ভর্তির শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ জানুয়ারি। ওই স্কুলে ভর্তিতে মোটা অংকের অর্থ আদায় কম সময় দেয়ার ঘটনা নিয়ে অভিভাবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। চলছে আন্দোলন। বুধবার রাতে এনিয়ে স্কুলের সিনিয়র শিক্ষকরা বৈঠকে বসেছেন। রাতে এ রিপোর্ট লেখাকালে বৈঠক চলছে বলে সূত্র জানায়।

আইডিয়াল অভিভাবক ফোরাম

এদিকে আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক ফোরাম স্কুলের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার বিকালে এক জরুরি সভায় মিলিত হন। ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলুর সভাপতিত্বে সভা থেকে গত বছরের মতোই সব ধরনের ফি নির্ধারণের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে ভর্তিতে মেধা ও বস্তুনিষ্ঠতাও অনুসরণের আহ্বান জানান তারা।